জিপিএ-৫ পেলেন ৯৪৫০ শিক্ষার্থী

৭ বোর্ডে এইচএসসিতে পাসের গড় হার ৬৩.৯২ শতাংশ ☐ সর্বোচ্চ পাস ঢাকায়, সর্বনিম্ন যশোরে

বিশেষ প্রতিনিধি

গতকাল বৃহস্পতিবার একযোগে দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এইচএসসিতে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের চতুর্থ বছরের এই ফলাফলে পাসের হার যেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে, তেমনি বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

গতকাল একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাজিল ও কামিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সমমানের পরীক্ষাসমূহের ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে। গত মে-জুন মাসে এসব পরীক্ষা হয়েছিল। স্বল্পতম সময়ে এবার মাত্র ৬৫ দিনের মাথায় ফল প্রকাশিত হয়েছে।

এ বছর সাত শিক্ষা বোর্ডে মোট অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিলেন চার লাখ ১২ হাজার ২৪ জন। মোট পাস করেছেন দুই লাখ ৬৩ হাজার ৩৫৮ জন। গড় পাসের হার ৬৩ দশমিক ৯২ শতাংশ। গত বছর এ হার ছিল ৫৯ দশমিক ১৬ এবং তার আগের বছর ছিল ৪৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

এ বছর সাত বোর্ডে সব মিলিয়ে মোট জিপিএ-৫০ পেয়েছেন নয় হাজার ৪৫০ জন। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ চার হাজার ৮৩৭ জনই ঢাকা বোর্ডের। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন পাঁচ হাজার ৫০৯ জন। এরও অর্ধেকের বেশি দুই হাজার ৮০৪ জন ছিলেন ঢাকা বোর্ডের। এর আগের বছর সারা দেশে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন তিন হাজার ৩৬ জন।

পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় গত বছরের চেয়েও এ বছরের ফলাফল অনেক ভালো। এরও আগের বছর, ২০০৩ সালে সাত বোর্ডের গড় পাসের হার ছিল ৩৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন মাত্র ২০ জন। ওই বছরই এইচএসসিতে প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়। সে-বার ফলাফলের সঙ্গে চতুর্থ বিষয়ের (ঐচ্ছিক) নম্বর যোগ করা হয়নি। ২০০৪ সাল থেকে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ করা শুরু হয়।

এইচএসসি পরীক্ষার ফলসংক্ষেপ

বোর্ড	পাসের হার %	জিপিএ ৫	জিপিএ ৫<>৪	জিপিএ ৪<>৩.৫	জিপিএ ৩.৫<>৩	জিপিএ ৩<>২	জিপিএ ২<>১
ঢাকা	৭৪.৭৬	৪৮৩৭	২৪৬২১	১৮৫২২	১৯৩০১	২৭২৮১	৪১২৯
রাজশাহী	৫৬.৭৬	২০৩৫	১০৯৯৭	১১৫২৬	১২১৬৭	১৪৮৪৪	৩০৮৮
কুমিল্লা	৬৩.৭৩	৪৪৭	৪২৪০	৫০৪২	৬২৮৯	৯৫৪৩	১৭০৭
যশোর	৫৪.৪০	৭৩২	৭৭০০	৭৩৯১	৮২৫৪	৯৯৪৯	১৬১০
চট্টগ্রাম	৬১.৪৫	১০০৬	৪৫৭৭	৩৭১৩	৩৮৮১	৫২৫৫	৮৮৪
বরিশাল	৬১.৫০	২৩৯	২৪৪২	২৭৪৩	৩৫১০	৫৪৭১	১১৬৭
সিলেট	৬৫.৪৫	১৫৪	১০৩৬	১৪৩১	২২৯৩	৫৫৯৩	১৭১১
মোট	৬৩.৯২	৯৪৫০	৫৫৬১৩	৫০৩৬৮	৫৫৬৯৫	৭৭৯৩৬	১৪২৯৬

সাতটি বোর্ডের মধ্যে এ বছর আলাদাভাবে সর্বোচ্চ পাসের হার ঢাকা বোর্ডে ৭৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গত বছর সর্বোচ্চ পাসের হার ছিল রাজশাহী বোর্ডে ৬৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এ বছর সর্বনিম্ন পাসের হার যশোর বোর্ডে ৫৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। গত বছর সর্বনিম্ন পাসের হার ছিল সিলেট বোর্ডে ৪৪ দশমিক ৪০ শতাংশ।

গতকাল ফলাফল প্রকাশের আগে সব বোর্ডের চেয়ারম্যানেরা প্রধানমন্ত্রী

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩ ● ফলাফলের আরও ছবি ও খবর : পৃষ্ঠা-৪, ৫, ১৬ ও ২০

জিপিএ-৫ পেলেন ৯৪৫০ শিক্ষার্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেগম খালেদা জিয়ার কাছে নিজ নিজ বোর্ডের ফলাফলের কপি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন, শিক্ষাসচিব মো. মোমতাজুল ইসলাম ও নয় বোর্ডের চেয়ারম্যানেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী এ বছর এইচএসসিতে পাসের হার গত বছরের চেয়েও বেড়ে যাওয়ায় এবং পাবলিক পরীক্ষায় নকল কমে যাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফলাফলের কপি হস্তান্তরের পর সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষায় ধারাবাহিক অগ্রগতির অংশ হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিকে এত ভালো ফলাফল হয়েছে। এ সময় সম্মেলনে শিক্ষাসচিব ছাড়াও অতিরিক্ত সচিব আব্দুল মতিন, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ শিকদার, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অবশ্য জানানো হয়, দেশের ৩৯টি কলেজ থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেননি। আর শতভাগ পাস করেছেন দেশের মোট ৪৯টি কলেজের শিক্ষার্থীরা। এবারের পরীক্ষায় মোট ৬৫৫ জন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা হয়, ২০০১ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৫৪৩ জন।

ঢাকা বোর্ড: পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট শিক্ষার্থী ছিলেন এক লাখ ৩২ হাজার ১৯ জন। পাস করেছেন ৯৮ হাজার ৬৯১ জন। পাসের হার ৭৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৫৩ দশমিক ৫২ শতাংশ।

এ বছর ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছেন চার হাজার ৮৩৭ জন। এর মধ্যে ছাত্র দুই হাজার ৭৮৩ জন ও ছাত্রী দুই হাজার ৫৪ জন।

চট্টগ্রাম বোর্ড: পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট শিক্ষার্থী ছিলেন ৩১ হাজার ৪৩৫ জন। পাস করেছেন ১৯ হাজার ৩১৬ জন। পাসের হার ৬১ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল

এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছেন এক হাজার ছয়জন। এর মধ্যে ছাত্র ৫৭১ ও ছাত্রী ৪৩৫ জন।

কুমিল্লা বোর্ড: পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট শিক্ষার্থী ছিলেন ৪২ হাজার ৭৮৫ জন। পাস করেছেন ২৭ হাজার ২৬৮ জন। পাসের হার ৬৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল [illegible] শতাংশ। এ বছর কুমিল্লা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪৪৭ জন। এর মধ্যে ছাত্র ২৮৭ ও ছাত্রী ১৬০ জন।

যশোর বোর্ড: পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট শিক্ষার্থী ছিলেন ৬৫ হাজার ৫১১ জন। পাস করেছেন ৩৫ হাজার ৬৩৬ জন। পাসের হার ৫৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। এ বোর্ডে গত বছর পাসের হার ছিল ৬৩ দশমিক ৭০ শতাংশ।

এ বছর যশোর বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৭৩২ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪৫২ ও ছাত্রী ২৮০ জন।

রাজশাহী বোর্ড: পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট শিক্ষার্থী ছিলেন ৯৬ হাজার ২৮৮ জন। পাস করেছেন ৫৪ হাজার ৬৫৭ জন। পাসের হার ৫৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

রাজশাহী বোর্ডে এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছেন দুই হাজার ৩৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র এক হাজার ২৯৬ ও ছাত্রী ৭৩৯ জন।

বরিশাল বোর্ড: পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট শিক্ষার্থী ছিলেন ২৫ হাজার ৩১৯ জন। পাস করেছেন ১৫ হাজার ৫৭২ জন। পাসের হার ৬১ দশমিক ৫০ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৬২ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

বরিশাল বোর্ডে এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২৩৯ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৪৪ ও ছাত্রী ৯৫ জন।

সিলেট বোর্ড: পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট শিক্ষার্থী ছিলেন ১৮ হাজার ৬৬৭ জন। পাস করেছেন ১২ হাজার ২১৮ জন। পাসের হার ৬৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এ বোর্ডে গত বছর পাসের হার ছিল ৪৪ দশমিক ৪০ শতাংশ।

সিলেট বোর্ডে এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১৫৪ জন। এর মধ্যে ৮৮ জন ছাত্র ও ৬৬ জন